পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটায় ফ্লিপকার্ট চালু করল ভারতের সর্ববৃহৎ ও আধুনিক ফুলফিলমেন্ট সেন্টার

এর ফলে সৃষ্টি হবে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং লক্ষ লক্ষ বিক্রেতা ও হস্তশিল্পী পাবেন সহজে বাজারে পৌছনোর সুযোগ

- *এই ফুলফিলমেন্ট সেন্টার চালু হওয়ায় এই অঞ্চলে তৈরি হবে ১১ হাজার প্রত্যক্ষ ও কয়েক হাজার পরোক্ষ চাকরির সুযোগ*
- *আমরা এই রাজ্য এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের ২০,০০০ বিক্রেতা ও এমএসএমই ইউনিটের ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্কের পাশে দাঁড়াতে পারব যাতে ক্রেতাদের প্রয়োজন দ্রুত এবং নির্ঝঞ্ঝাটে পূরণ করা যায়*
- *এখানে থাকছে ৬টি মেজেনাইন ফ্লোরে ছড়িয়ে থাকা ৫ মিলিয়ন কিউবিক ফুটের স্টোরেজ। ফলে হরিণঘাটা ফুলফিলমেন্ট সেন্টারের থাকবে মোট ২ মিলিয়ন স্কোয়ার ফুটের মোট বিল্ট আপ এলাকা*
- *হরিণঘাটা ফেসিলিটি হল ভারতের সর্বপ্রথম ই কমার্স ফেসিলিটি যাকে অস্থায়ীভাবে প্ল্যাটিনাম রেটিংয়ের শংসাপত্র দিয়েছে আইজিবিসি। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে পরিবেশ সম্পর্কে ফ্লিপকার্ট কতটা সচেতন এবং স্বয়ংক্রিয় স্টোরেজ, পুনরুদ্ধার, রোবোটিক প্যাকেজিং আর্মস, কনভেয়ার নির্ভর বাছাই করার ব্যবস্থা ইত্যাদির মতো সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থাও এখানে রয়েছে।*

কলকাতা - ২১ এপ্রিল, ২০২২: আজ পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটায় উদ্বোধন হল ভারতের মাটিতেই গড়ে ওঠা ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস ফ্লিপকার্টের ফুলফিলমেন্ট সেন্টারের যা গোটা ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ। পূর্ব ভারতের লক্ষ লক্ষ বিক্রেতা, হস্তশিল্পী এবং কাজে লাগানো যায় এমন যুবকদের জন্য বৃহৎ পরিসরে উদ্যোগের বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই ফুলফিলমেন্ট সেন্টার একটা বড়সড় পদক্ষেপ। প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এই ফেসিলিটি ১১,০০০ এর বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং এই রাজ্য ও দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ২০,০০০ বিক্রেতার ব্যবসায়ে সহযোগিতা করবে। বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট (বিজিবিএস) ২০২২ চলাকালীন ভার্চুয়ালি এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রিন্সিপ্যাল চিফ অ্যাডভাইজার অমিত মিত্র, শিল্পমন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি, পরিবহণ ও আবাসন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, এবং রাজ্যের মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদী।

কলকাতা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরের এই বিগ বক্স ফেসিলিটির রয়েছে সুসংহত সরবরাহ শৃঙ্খল ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা যা ছড়ানো ১১০ একর এলাকা জুড়ে। খুব শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খলের পরিকাঠামো থাকার দরুন এই সেন্টার সমগ্র দেশের বাজারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাজার হাজার বিক্রেতাকে যুক্ত করবে এবং ক্রেতাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করার মধ্যে দিয়ে স্থানীয় অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করবে।

৬টি মেজেনাইন তলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ৫ মিলিয়ন কিউবিক ফুটের স্টোরেজ ব্যবস্থার কারণে, হরিণঘাটা ফুলফিলমেন্ট সেন্টারের জায়গা থাকবে মোট ২ মিলিয়ন স্কোয়ার ফুটের বিল্ট আপ এলাকা। এই ফেসিলিটিতে রয়েছে সর্বাধুনিক সব প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ। এর মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় স্টোরেজ এবং পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা, রোবোটিক প্যাকেজিং আর্ম, কনভেয়র চালিত বাছাই করার ব্যবস্থা এবং ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ নেটওয়ার্ক কনভেয়র বেল্ট যাতে জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে একটা অর্ডার সরবরাহ কাজ পুরোপুরি শেষ করাতে ৩৫ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কম সময় লাগবে। এখানে কাজ দেওয়া হবে একেবারে পদ্ধতি মাফিক, স্টোরেজ চলবে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে, অন্যান্য প্রক্রিয়া ও কাজের সময়ও বরাদ্দ করা হবে পদ্ধতি মাফিক। এভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের বাস্তুতন্ত্রে মূল্য সৃষ্টির জন্যই এই ফুলফিলমেন্ট সেন্টারকে গড়ে তোলা হয়েছে।

টেকসই ও স্থায়ী সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার জন্য ফ্লিপকার্টের যে অঙ্গীকার, তারই প্রমাণ হল এই ফুলফিলমেন্ট সেন্টার। হরিণঘাটা ফেসিলিটি একটা বিশিষ্ট স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই কেন্দ্রট হল ভারতের সর্বপ্রথম ই-কমার্স ফেসিলিটি যাকে অস্থায়ীভাবে প্ল্যাটিনাম রেটিংয়ের শংসাপত্র দিয়েছে ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিংস কাউন্সিল (আইজিবিসি)। এবং এই শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে আইজিবিসি গ্রিন লজিস্টিক পার্কস অ্যান্ড ওয়্যারহাউজ রেটিং সিস্টেমের আওতাধীন ওয়্যারহাউজ ক্যাটেগরিতে। এরকম রেটিং সিস্টেম চালু করা হল এই প্রথম এবং এটা ব্যতিক্রমীভাবে তৈরি করা হয়েছে লজিস্টিক পার্কস,

ওয়্যারহাউজ এবং দেশের অন্যান্য স্টোরেজ ব্যবস্থা কতটা টেকসই তা দেখার জন্য। টেকসই বা স্থায়িত্বের বহুবিধ দিক এর মধ্যে ধরা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে পড়ে কম হারে কার্বন নিঃসরণ, আরও বেশি জলশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তি সাশ্রয় করা, বৃষ্টির জল ধরে রেখে তা ব্যবহার করা, সম্পদের উৎসগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, সরবরাহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দরকারি সময় আরও বাঁচানো, আরো বেশি করে স্টোরেজের পরিসরকে কাজে লাগানো, কর্মীদের স্বাস্থ্য ও সাধারণ ভালমন্দকে আরও উন্নত করা এবং কর্মীদের উৎপাদনশীলতার আরও বৃদ্ধি।

মমতা ব্যানার্জি , পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ এটা বিরাট একটা গর্বের বিষয় যে পশ্চিমবঙ্গে এখন তৈরি হয়েছে দেশের অন্যতম সর্ববৃহৎ ফুলফিলমেন্ট সেন্টার। হরিণঘাটায় সর্বাধুনিক এবং ভবিষ্যতের উপযোগী ফুলফিলমন্ট সেন্টার গড়ে তুলেছে ফ্লিপকার্ট। এর ফলে ভারতের ই-কমার্স লজিস্টিক শিল্প এক লাফে সামনের দিকে আরও অনেকটা এগিয়ে গেল। এই সাফল্য অর্জনের জন্য আমি ফ্লিপকার্ট টিমের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই কেন্দ্রটি এই এলাকার এবং এখানকার নাগরিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাটভাবে সাহায্য করবে। এবং ই-কমার্স শিল্পে সারা দেশে প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ ওয়্যারহাউজের পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং স্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা মডেল হিসাবে কাজ করবে। প্রগতিশীল রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ দেশের কোম্পানিগুলির ব্যবসা করার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একেবারে সামনের সারিতে রয়েছে। এজন্য কোম্পানিগুলি নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারবে এবং এই রাজ্য কোম্পানিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে যাতে তারা তাদের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে।’

কল্যাণ কৃষ্ণমূর্তি, ফ্লিপকার্ট গ্রুপের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার বলেন, ‘ প্রতিটি ভারতীয়কে এক সম্পর্কের মধ্যে বেঁধে ফেলার ক্ষমতা রয়েছে ই-কমার্সের। এছাড়া বিক্রেতা, ক্রেতা, হস্তশিল্পী, কিরানা ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটা মূল্য ব্যবস্থা গড়ে তোলে ই-কমার্স যার সুবিধা সংশ্লিষ্টরা সকলেই পেতে পারেন। লক্ষ লক্ষ ছোট ও বড় ব্যবসাকে জুড়ে ফেলার কাজে মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করে একটা শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল। আমরা এমন একটা ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস যা গড়ে উঠেছে এদেশের মাটিতেই। আমরা পরিকাঠামো, প্রযুক্তি এবং প্রতিভার জন্য বিনিয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এভাবে আমরা দেশের আর্থিক বৃদ্ধির সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতে চাই। হরিণঘাটা ফুলফিলমেন্ট সেন্টার চালু হওয়ার ফলে সরবরাহ শৃঙ্খলের পরিকাঠামো আরও জেরদার হবে এবং এদেশে প্রযুক্তি-পরিচালিত আধুনিক ওয়্যারহাউজিংয়ের পরিকাঠামো সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই কেন্দ্র সাফল্যের একটা মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। আমরা গর্বিত যে, এটা আমাদের অন্যতম স্থায়ী ও টেকসই ফেসিলিটি যেখানে আমাদের কাজকর্মের শক্তি সম্মিলিত হয়েছে এবং সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা এদেশের মানুষের ও গোটা বিশ্বের মঙ্গল করতে চাই।’

পার্থ চ্যাটার্জি , পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগমন্ত্রী বলেন, ‘এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি আনন্দের সঙ্গেই একথা বলছি যে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনার ক্ষেত্রে ফ্লিপকার্ট এই রাজ্যের দীর্ঘদিনের অংশীদার। এই সমৃদ্ধি ফ্লিপকার্ট নিয়ে এসেছে সরবরাহ শৃঙ্খল পরিকাঠামো, মানবসম্পদ ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। হরিণঘাটায় ফ্লিপকার্টের সর্বাধুনিক, ভবিষ্যতের উপযোগী যে ফুলফিলমেন্ট সেন্টার চালু হল, যেটা আবার দেশের অন্যতম বৃহৎ ফুলফিলমেন্ট সেন্টারও বটে, তা আমাদের কাছে বিরাট একটা গর্বের বিষয় এবং একইসঙ্গে তা আমাদের বিনিয়োগ-বান্ধব নীতির প্রমাণও। ’

এই ফেসিলিটি তৈরি করতে ২ বছর সময় লেগেছে। এর নির্মাণ শুরু হয় ২০১৯ সালে। কাজ শেষ হয়েছে ২০২১ সালের অক্টোবরে। এই কেন্দ্রের নির্মাণে নানা ধরনের প্রযুক্তি ও কেন্দ্রটিকে স্থায়ী করার উপযুক্ত পদ্ধতিসমূহকে কাজে লাগানো হয়েছে।

ফ্লিপকার্ট গ্রুপ সম্পর্কে

ভারতের অন্যতম প্রথমসারির জিডিটাল বাণিজ্যের সংস্থা হল দ্য ফ্লিপকার্ট গ্রুপ। এই গ্রুপে রয়েছে ফ্লিপকার্ট, মিন্ত্রা, ফ্লিপকার্ট ওয়্যারহাইজ, ফ্লিপকার্ট হেলথ+এবং ক্লিয়ারট্রিপের মতো একগুচ্ছ কোম্পানি। ভারতে প্রথম সারির অন্যতম পেমেন্টস অ্যাপ ফোনপে-র অধিকাংশ শেয়ারের মালিক ফ্লিপকার্ট।

কোম্পানি ব্যবসা শুরু করেছিল ২০০৭ সালে। লক্ষ লক্ষ উপভোক্তা, বিক্রেতা, ব্যবসায়ী এবং ছোট ব্যবসাকে ভারতের ডিজিটাল বাণিজ্য বিপ্লবের অংশীদার করে ফেলেছে ফ্লিপকার্ট গ্রুপ। এখন এই গ্রুপের নথিভুক্ত ক্রেতার সংখ্যা ৪০০ মিলিয়নের বেশি এবং এই গ্রুপ যোগান দেয় ৮০টির বেশি ক্যাটেগরির ১৫০ মিলিয়নের বেশি পণ্য। ভারতে বাণিজ্যের গণতান্ত্রিকীকরণের জন্য আমরা প্রয়াস চালিয়েছি, যাতে লোকে কেনাকাটার সুযোগ পেতে পারে এবং চাহিদামাফিক জিনিস পায় তার ব্যবস্থা করেছি, কয়েক প্রজন্মের উদ্যোগপতি ও এমএসএমইকে শক্তি জুগিয়েছি এবং তারাই আমাদের উৎসাহিত করেছে অনেক অনেক মতুম নতুন শিল্পে সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করতে। ফ্লিপকার্ট যেসব পরিষেবা উদ্ভাবনে পথ প্রদর্শকের কাজ করেছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে ক্যাশ অন ডেলিভারি, নো কস্ট ইএমআই, এবং সহজে পণ্য ফেরতের ব্যবস্থা। এগুলি সবই ক্রেতামুখী উদ্ভাবন যা অনলাইনে কেনাকাটা এবং নানা ধরনের পণ্য পাওয়াকে আরও সহজ করে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী এই সুবিধা ভোগ করছেন। নিজেদের অধীনে থাকা এক গুচ্ছ কোম্পানিকে সঙ্গে নিয়ে এবং প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ফ্লিপকার্ট ভারতে বাণিজ্যের পুরোপুরি ভোল বদলে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আরও জানতে হলে দেখুন media@flipkart.com